ইশতেহার: তাছ্মিমা মাহফুজ (জেরিন)

ব্যালট নং: ৩

আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক পদপ্রার্থী

শাকসু (SUCSU) নির্বাচন–২০২৫

"নৈতিকতার পথে চাই দৃঢ় কণ্ঠস্বর!" — এই কথাটিই আমার সংগ্রামের মূলমন্ত্র। আমি শুধু নির্বাচিত হওয়ার জন্য নয়, সকল ধরনের দলীয় রাজনৈতিক এজেন্ডাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে, সাধারণ শিক্ষার্থীর অধিকার ও ন্যায়ের পক্ষে একটি অবিচল, সাহসী এবং জবাবদিহিতামূলক কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করতে এসেছি।

কেন আমাকে ভোট দেবেন?

- সাস্ট ক্যাম্পাসটিকে, দলীয় রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত করে, শুধু সাস্টিয়ান পরিচয়ে আবদ্ধ করার লড়াইটা আমার এখন থেকে না- বাকস্বাধীনতা পাওয়ার আগে থেকেই আমি লড়াই করে গিয়েছি। আমি লড়াই করে গিয়েছি, আমার ক্যাম্পাসের সকল সাস্টিয়ানদের সমঅধিকার নিশ্চিত করার জন্য। আমি নির্বাচিত হয়ে লড়াই করবো- না আমি লড়াই আগে থেকেই করে আসছি। আমি করবো তে বিশ্বাসী নই করেছি তে বিশ্বাসী।

- আমার যখন মনে হয়েছে আমাদের ক্যাম্পাসের আইনের বেড়াজাল এ নিরপরাধ শিক্ষার্থীর জীবন ধ্বংসের পথে, আমি তখনও লড়াই করেছি।(বহিষ্কার ইস্যু)

- আমি যখন দেখেছি, শুধুমাত্র নামের ছাত্রলীগ থাকার কারণে, অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সাজানো মামলায় আসামি দিয়েছে। তখন আমি আমার সেই সাস্টিয়ান ভাইটির পক্ষ হয়ে কথা বলেছি, সে কারনে আমি বিভিন্ন ট্যাগিং ও খেয়েছি। আমাকে আওয়ামী লীগের কাতারে নিয়ে এসেছে..অথচ ১৬ জুলাই, ২০২৪ এ এই গ্রুপে সবার প্রথম আমিই আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে পোস্ট করেছি, এবং আমার নাম মহানগরে ইনক্লুডেড ইয়ে গেছে বলেও হুমকি পেয়েছি। সেই সময়ে বিপদের শঙ্কায় আমার ফ্রেন্ড রুমে এসে জোর করে পোস্ট ডিলিট করছে। সেই আমিই হয়ে গেলাম ছাত্রলীগ!

- প্রশাসনের বিভিন্ন সময়ের অব্যবস্থাপনা, সাবহল সমাচার, কেনো ইস্যুতে আমি কথা বলে গিয়েছি। রিসেন্ট খাবার ইস্যুতে সবার আগে আমার পোস্টটাি দেখবেন, যখন সবাই আলহামদুলিল্লাহ বলছে। আমার পোস্টে প্রশাসন এতটাই নড়ে বসেছে যে ৩য় ছাত্রী হলে, ২ বার মিটিং বসিয়ে, আমাকে পারসোনাল কল পাঠিয়েছে। সেখানে প্রভোস্ট ম্যাম বলেছে এই পোস্ট এর জন্য উনি সেন্ট্রাল থেকে প্রেসার আর ধমক খাওয়া লাগছে! সেন্ট্রাল থেকে বলা হয়েছে নাকি কল দিয়ে আমাকে বুঝানোর জন্য। বাকস্বাধীনতায় আঘাত মানেই তো মানবাধিকার লঙঘন। ক্যাম্পাসের আইন কোথায় গিয়ে পৌঁছে আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন।

- তাছাড়া আমাদের সেমিস্টার ফি, ক্রেডিট ফি, সাবহলগুলোর অতিরিক্ত ফি, ক্যাম্পাসের অতিরিক্ত জমির লিজ এর আয় সব কোথায় কিভাবে বন্টন হচ্ছে? আদোও হচ্ছে না কি কারো পকেটে যাচ্ছে! একজন স্টুডেন্ট হিসেবে আমার টাকার ট্রান্সপারেন্সি আমি চাই, জবাবদিহিতা চাই।

- যে কোনো পাওয়ার হোল্ডার এর- নির্বাচিত হলে আমার নিজের কাজেরও সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আমি চাই। এটা নিশ্চিত করতে পারলে হয়তো এই ক্যাম্পাসের বেশিরভাগ সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো!

আমি মনে করি আমি নির্বাচিত হওয়া মানে সকল সাধারণ সাস্টিয়ান নির্বাচিত হওয়া। আমি সকলের মতামত নিয়ে কাজ করতে চাই, যেখানে যার উপর অন্যায় প্রতিবাদ জানানোর সাহসের কারন হতে চাই, সমাধান আসা পর্যন্ত লড়াই করতে চাই।

আমার কর্মপরিকল্পনা:

"আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক পদটি কেবল একটি পদবী নয়, এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনকানুন এবং শিক্ষার্থীদের মৌলিক অধিকারের সেতুবন্ধন। ২০২৫ সালের সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী এই পদের রয়েছে সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা।

আমি যদি আপনাদের ভোটে নির্বাচিত হই, তবে আমার মূল কাজ হবে তিনটি নির্দিষ্ট স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে:

১. আইনি নিরাপত্তা ও সচেতনতা:

- বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিপ্লিনারি কোড বা শৃঙ্খলা বিধি সম্পর্কে অনেক সাধারণ শিক্ষার্থী অবগত নন। আমি দায়িত্ব নিলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে তাদের অধিকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মনীতি সহজ বাংলায় একটি “অধিকার হ্যান্ডবুক” আকারে প্রকাশ করব এবং নিয়মিত ক্যাম্পাস ও অনলাইন কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করব, যাতে কোনো শিক্ষার্থী অজ্ঞতাবশত বা ভুল ব্যাখ্যায় হয়রানির শিকার না হয়।
- পাশাপাশি একটি ব্যবহারবান্ধব ডিজিটাল লিগ্যাল রিসোর্স পোর্টাল চালু করা হবে, যেখানে এক জায়গায় সব প্রয়োজনীয় ফরম, অভিযোগ করার নিয়ম, জরুরি হেল্পলাইন নম্বর এবং গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা পাওয়া যাবে।
- কোনো শিক্ষার্থী যদি প্রশাসনিক বা আইনি জটিলতার মুখোমুখি হন, তাহলে সমস্যা বড় হওয়ার আগেই প্রাথমিক আইনি পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ থাকবে, যাতে অজ্ঞতা বা নিয়মের ভুল ব্যাখ্যার কারণে কাউকে হয়রানির শিকার হতে না হয়।

২. মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার:

- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে মোট ৩০টি অনুচ্ছেদ (ধারা) রয়েছে, যা ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল এবং মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে সংজ্ঞায়িত করে। এই ৩০টি অনুচ্ছেদের প্রতিটিতেই জীবনের, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার, দাসত্ব থেকে মুক্তি, আইনের চোখে সমতা এবং বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার মতো মৌলিক বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা একটি নিরাপদ ও মানবিক ক্যাম্পাস গড়ার মূল ভিত্তি। র‍্যাগিং, লিঙ্গবৈষম্য, মানসিক হেনস্তা বা যেকোনো ধরনের হয়রানি শিক্ষার্থীদের মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী।আমি একটি 'হিউম্যান রাইটস কমপ্লেইন্ট সেল' গঠন করার প্রস্তাব দেব, যেখানে প্রতিটি অভিযোগের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করা হবে।
- পাশাপাশি বাক্‌স্বাধীনতায় আঘাত, আইনের অপপ্রয়োগ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আমরা দৃঢ় অবস্থান নিতে চাই। সামান্য অপরাধ বা অভিযোগের ভিত্তিতে যেন কোনো শিক্ষার্থীকে নির্বিচারে বহিষ্কার

করা না হয়—কোনটি অন্যায় এবং তার জন্য কতটুকু শাস্তি প্রযোজ্য, সেই ন্যায়সঙ্গত মানদণ্ড স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা জরুরি।

- র‍্যাগিংয়ের বিষয়ে **Zero Tolerance** নীতির সঙ্গে আমরা একমত। তবে একই সঙ্গে "র‍্যাগিং" বলতে ঠিক কোন আচরণগুলো বোঝানো হচ্ছে, তার একটি পরিষ্কার ও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা থাকা আবশ্যক। অস্পষ্ট ব্যাখ্যার মাধ্যমে যেন র‍্যাগিং ইস্যুকে অজুহাত করে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করা না হয়।
- আমরা চাই না কোনো নতুন শিক্ষার্থী এই ক্যাম্পাসে পা রেখে ভয়, অনিরাপত্তা বা হয়রানির শিকার হোক। সে জন্য ক্যাম্পাসে প্রবর্তিত সকল আইন ও নীতিমালা যেন **সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য, শিক্ষার্থী-বান্ধব ও ন্যায়ভিত্তিক** হয়।
- একই সঙ্গে, আইনের অপর্যাপ্ত বা অস্পষ্ট ব্যাখ্যার কারণে যেন কোনো শিক্ষার্থী হয়রানির শিকার না হয়। তাই ক্যাম্পাসে কার্যকর সকল আইন ও বিধিমালা হতে হবে **পর্যাপ্ত তথ্যসমৃদ্ধ, স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাকৃত এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন**।
- সকলের সমঅধিকার নিশ্চিত করাই আমার মূল লক্ষ্য। ক্যাম্পাসে অবস্থানরত সকল মানুষ—জাতি, ধর্ম, আদর্শ বা ব্যক্তিগত পরিচয় নির্বিশেষে—আমরা সবাই এক পরিচয়ে পরিচিত: **আমরা সাস্টিয়ান**। এই অভিন্ন পরিচয়ের ভিত্তিতেই প্রতিটি সাস্টিয়ানের সমান অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমার অঙ্গীকার। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থানরত সকল মানুষের জন্য ন্যায়ভিত্তিক ও বৈষম্যহীন পরিবেশ গড়ে তোলাই আমার লক্ষ্য।

৩. প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও আইনের ন্যায়সংগত প্রয়োগ

- **শিক্ষার্থী-বান্ধব আইন ও নীতি প্রণয়নে ভূমিকা:**
  বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো সিদ্ধান্ত যা শিক্ষার্থীদের ওপর প্রভাব ফেলে (যেমন: ফি কাঠামো, শৃঙ্খলা বিধি, হলে বসবাসের নিয়ম), তা প্রণয়নের আগে শিক্ষার্থীদের মতামত বাধ্যতামূলকভাবে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে কাজ করব।
- **আইনের অপপ্রয়োগ রোধ:**
  আইন যেন শুধু ক্ষমতা প্রদর্শনের উপকরণ না হয়ে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার হাতিয়ার হয়—তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হবে।
- **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা:**
  শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সংগৃহীত ফি, জমির লিজ আয়, হল ও একাডেমিক সার্ভিস চার্জসহ সকল অর্থের সুষ্ঠু বণ্টন ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি **"ছাত্রবান্ধব বাজেট ট্র্যাকিং"** সিস্টেম চালুর প্রস্তাব করব।
- **আইন সংস্কারে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ:**
  কোনো আইন বা নীতিমালা সংস্কারের প্রস্তাব এলে, সে বিষয়ে একটি পাবলিক ফিডব্যাক বা ওপেন ফোরামের আয়োজন করা হবে, যাতে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষার্থী তাদের মতামত দিতে পারেন।

আমার অঙ্গীকার:

"আপনারা জানেন, আইন প্রয়োগের জন্য যেমন মেধা প্রয়োজন, তেমনি তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। আমার ব্যক্তিগত সাহসিকতা এবং আইনি কাঠামোর সঠিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আমি সাধারণ শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে কাজ করতে চাই। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি, আমি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে নয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর স্বার্থে এবং মানবাধিকার রক্ষায় আপসহীন থাকব।"

আমি বিশ্বাস করি, **"আইন ক্ষমতার অস্ত্র নয়, দুর্বলের ছাতি হওয়া উচিত।"** আমার এই লড়াই শুধু আমার নয়; এটি প্রতিটি সেই শিক্ষার্থীর লড়াই, যারা অন্যায়ের মুখে নতি স্বীকার করতে রাজি নন। আমি এমন একটি ক্যাম্পাস চাই, যেখানে দলীয় প্রভাব নয়, ন্যায় ও যুক্তিই হবে চূড়ান্ত কথা।

আসুন, আমরা মিলে গড়ি একটি ভয়মুক্ত, স্বচ্ছ ও ন্যায়ভিত্তিক শাবিপ্রবি।
আপনার একটি ভোটই পারে এই পরিবর্তনের সূচনা করতে।

ধন্যবাদান্তে,
তাছমিমা মাহফুজ (জেরিন)
অর্থনীতি বিভাগ, ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ
আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক পদপ্রার্থী
ব্যালট নং: ৩